সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্বৈর্ম্মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ । বিদ্যাধরাপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ পতগোরগৈঃ ।
নিষেব্যমাণো মঘবান্ স্তূয়মানশ্চ ভারত । উপগীয়মানোললিতমাস্থানাধ্যাসনাশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ চন্দ্রমণ্ডলচারুণা । যুক্তাশ্চান্যৈঃ পারমেষ্ঠ্যৈশ্চামর ব্যজনাদিভিঃ ।
বিরাজমানঃ পৌলম্যা সহার্দ্ধাসনয়া ভৃশং ॥ ৪ ॥
স যদা পরমাচার্য্যং দেবানামাত্মনশ্চ হ । নাভ্যনন্দত সংপ্রাপ্তং প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ।
বাচস্পতিং মুনিবরং সুরাসুর নমস্কৃতং । নোচ্চচালাসনাদিন্দ্রঃ পশ্যন্নপি সভাগতং ॥ ৫ ॥
ততো নির্গত্য সহসা কবিরাঙ্গিরসঃ প্রভুঃ । আযযৌ স্বগৃহং তূষ্ণীংবিদ্বান্ শ্রীমদবিক্রিয়াং ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

আস্থানং সভা তস্মিন্নধ্যাসনং সিংহাসনং তদাশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥
পারমেষ্ঠ্যৈর্ম্মহারাজ চিহ্নৈঃ আসনস্যার্দ্ধে স্থিতয়া পৌলম্যা সহ বিরাজমানঃ সন্ ॥ ৪ ॥
প্রত্যুত্থানাদিনা নাভ্যনন্দৎ । নচোচ্চলাল আসন এব স্থিতোপি কিঞ্চিন্ন চলিতবান্ ॥ ৫ ॥
শ্রীমদেন যা বিক্রিয়া তাং বিদ্বান্ জানন্ ॥ ৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ।

আস্থানং সভা তস্মিন্নধ্যাসনং সিংহাসনমাশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥
পারমেষ্ঠ্যৈর্ম্মহারাজচিহ্নৈঃ । পৌলোম্যা শচ্যা । অর্দ্ধমাসনমেবাসনং যস্যা স্তয়া সহ মৃগলোচনেতি বদাসন পদস্য বৃত্তাবন্তর্ভাবঃ ॥ ৪ ॥
আচার্য্যং বৃহস্পতিং ॥
অপ্রত্যুত্থানমেব স্পষ্টয়তি । বাচস্পতিমিতি । আসনাৎ আসনমারুহ্য স্থিতোপি কিমপি ন উচ্চচাল । ন পস্পন্দে ॥ ৫ ॥
ততঃ সভাতঃ কবিঃ এবং ভবিষ্যতীতি ভাবিকার্য্যবিজ্ঞঃ । প্রভুঃ শাস্তা সমর্থঃ । বিদ্যান্ গুর্ব্ববমান হেতুত্বেন জানন্ ॥ ৬

সভামধ্যস্থ সিংহাসনের সমীপে, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, ব্রহ্মবাদি মুনি, বিদ্যাধর, অপ্সরা, কিন্নর, পতঙ্গ এবং উরগ প্রভৃতি সেবা ও স্তব করিতেছে, গন্ধর্ব্বগণ সন্তোষোৎপাদনার্থ সুললিত স্বরে গীত গাইতেছে ॥ ৩ ॥

অপর মস্তকে চন্দ্রমণ্ডল তুল্য সুচারু ছত্র এবং দুই পার্শ্বে চামর ব্যজন ইত্যাদি মহারাজ চিহ্ন সকল শোভা পাইতেছে । ঐ সকলে যুক্ত হইয়া দেবরাজ আপনার আসনার্দ্ধে স্বীয় প্রেয়সী শচীকে বসাইয়া তাঁহার সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

এমত সময়ে দেবতাদের ও দেবরাজের গুরু বৃহস্পতি, যিনি একজন প্রধান মুনি, সুর অসুর সকলেই যাঁহাকে নমস্কার করে, তিনি সভার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ইন্দ্র আপনার ও অমর গণের পরম আচার্য্য ঐ মুনিকে সমাগত দেখিয়াও প্রত্যুত্থান অথবা আসন দান দ্বারা সম্মান করিলেন না এবং আপনার আসনে থাকিয়াও গৌরব প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ চলিত হইলেন না ॥ ৫ ॥

মহারাজ ! দেবরাজের এই ব্যবহার অবলোকন করিয়া দেবগুরু তাঁহার ঐশ্বর্য্য মদ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বহির্গত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তূষ্ণীম্ভাবে আপনার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥

তস্যৈব প্রতি বুদ্ধ্যেন্দ্রো গুরুহেলনমাত্মনঃ। গর্হয়ামাস সদসি স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ৭ ॥
অহো বত ময়া সাধু কৃতং বৈদভ্রবুদ্ধিনা। যন্ময়ৈশ্বর্য্যমত্তেন গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ ॥ ৮ ॥
কোগৃধ্যেৎ পণ্ডিতো লক্ষ্মীং ত্রিপিষ্টপপতেরপি। যয়াহমাসুরং ভাবং নীতোঽদ্য বিবুধেশ্বরঃ ॥ ৯
যো পারমেষ্ঠ্যং ধিষণমধিতিষ্ঠন্নকঞ্চন। প্রত্যুত্তিষ্ঠেদিতি ব্রূয়ুর্ধর্ম্মং তে ন পরং বিদুঃ ॥ ১০ ॥
তেষাং কুপথদেষ্টৃণাং পততাং তমসি হ্যধঃ। যে শ্রদ্দধু র্বচস্তে বৈ মজ্জন্ত্যশ্মপ্লবা ইব ॥ ১১ ॥
অথাহমমরাচার্য্যমগাধধিষণং দ্বিজং। প্রসাদয়িষ্যে নিশঠঃ শীর্ষ্ণা তচ্চরণং স্পৃশন্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রতিবুধ্য অনুস্মৃত্য ॥ ৭ ॥
ময়া কৃতং কর্ম্ম অহো অসাধু যদ্যস্মাৎ দভ্র বুদ্ধিনা অল্প মতিনা ময়া কাৎ কৃতঃ তিরস্কৃতঃ ॥ ৮ ॥
বিবুধানাং সাত্ত্বিকানাং দেবানামীশ্বরোপ্যহং ॥ ৯ ॥
নন্থ সিংহাসনস্থো রাজা প্রত্যুত্থানং ন কুর্য্যাদিতি বৃদ্ধা বদন্তি তত্রাহ য ইতি দ্বাভ্যাং। ধিষণমাসনং ॥ ১০ ॥
কুপথং দিশন্তি উপদিশন্তীতি কুপথদেষ্টারঃ তেষাং বচঃ অশ্মময়ঃ প্লবোযেষাং তে যথা মজ্জন্তং প্লবমনু মজ্জন্তি তদ্বৎ ॥ ১১ ॥
অগাধা গম্ভীরা ধিষণা যস্য তং। নিশঠঃ শাঠ্যহীনঃ সন্ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

প্রতিবুদ্ধ্য শ্রীমদমদিরা নিদ্রাত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
কাৎকৃতঃ তিরস্কৃতঃ ॥ ৮ ॥
স্বসম্পত্তিমেব তিরস্কার হেতুত্বেন জ্ঞাত্বা নিন্দতি কোগৃধ্যেৎ বাঞ্ছেৎ ॥ ৯ ॥
নন্থ সিংহাসনস্থো রাজা কমপি নাভ্যুত্তিষ্ঠেদিতি নীতিশাস্ত্রজ্ঞা আহুঃ। সত্যং তে ভ্রান্তা এবেত্যাহ যে ইতি। পারমেষ্ঠ্যং ধিষণং পরমেষ্ঠিনোপ্যাসনং ॥ ১০ ॥
অশ্মময়ঃ প্লবোযেষাং। তে যথা মজ্জন্তং প্লবমনুমজ্জন্তি তথেতি রাজনীত্যুপদেষ্টৃষু স্বসভ্যেষু কোপো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ১১ ॥
তস্মাদস্যাং বিপত্তৌ কঃ খলূপায়ঃ ক্ষণং বিমৃশ্য স্বয়মেবাহ অথাহমিতি। নিশঠঃ শাঠ্যহীনঃ সন্ ॥ ১২ ॥

হে রাজন্! অমরাচার্য্য নির্গত হইয়া আসিবামাত্র তখনই দেবরাজের চৈতন্য হইল। গুরুকে অবহেলা করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া সভার মধ্যে আপনিই আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন॥ ৭

ইন্দ্র কহিলেন আমি যে কর্ম্ম করিলাম তাহা অতিশয় অসাধু। কি খেদের বিষয়! আমি কি অল্প বুদ্ধি! আমাদের গুরু সভায় আসিয়াছিলেন, আমি ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া তাঁহার সৎকার না করিয়া তিরস্কার করিলাম? ॥ ৮ ॥

আমার ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিকে ধিক্! অতঃপর কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্গাধিপতির লক্ষ্মীতে ক্ষোভ করিবে? আমি সাত্ত্বিক দেবগণের ঈশ্বর, আমাকেও এই লক্ষ্মী এবম্বিধ আসুর ভাব প্রাপ্ত করাইল! ॥ ৯ ॥

যে সকল বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন রাজাসনে অধ্যাসীন হইয়া কোন ব্যক্তি কাহারও প্রত্যুত্থান করিবেন না, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কি, তাহা অবগত নহেন ॥ ১০ ॥

ঐ সকল ব্যক্তি কুৎসিৎ পথের উপদেশক, তাঁহারা স্বয়ং অধঃপাতে গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করে তাহারা পাষাণময় তরীযোগে তরণেচ্ছু লোকে যদ্রূপ তরণী মগ্ন হওনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপনারাও মগ্ন হয় তাহার ন্যায়, অন্ধতমোতে নিমগ্ন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

যাহা হউক, এখন আমি শাঠ্য হীন হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করি, তিনি অমরগণের

এবং চিন্তয়তস্তস্য মঘোনো ভগবান্ গৃহাৎ। বৃহস্পতির্গতো দৃশ্যাং গতিমধ্যাত্মমায়য়া ॥ ১৩ ॥
গুরোর্নাধিগতঃ সংজ্ঞাং পরীক্ষন্ ভগবান্ স্বরাট্। ধ্যায়ন্ ধিয়া সুরৈর্যুক্তঃ শর্ম্ম নালভতাত্মনঃ ॥ ১৪
তচ্ছ ত্বৈবাসুরাঃ সর্ব্বে আশ্রিতৌশনসং মতং। দেবান্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুর্দ্দুর্ম্মদা আততায়িনঃ ॥ ১৫
তৈর্বিসৃষ্টেষুভিস্তীক্ষ্ণৈর্নির্ভিন্নাঙ্গোরুবাহবঃ। ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহেন্দ্রা নতকন্ধরাঃ।
তাংস্তথাভ্যর্দ্দিতান্ বীক্ষ্য ভগবানাত্মভূরজঃ। কৃপয়া পরয়া দেব উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ১৬ ॥
শ্রীব্রহ্মোবাচ ॥
অহোবত সুরশ্রেষ্ঠা হ্যভদ্রং বঃ কৃতং মহৎ। ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং দান্তমৈশ্বর্য্যান্নাভ্যনন্দতঃ ॥ ১৭ ॥
তস্যায়মনয়স্যাসীৎ পরেভ্যোবঃ পরাভবঃ। প্রক্ষীণেভ্যঃ স্ববৈরিভ্যঃ সমৃদ্ধানাঞ্চ যৎসুরাঃ ॥ ১৮

শ্রীধরস্বামী।
অধিকয়া আত্মমায়য়া ॥ ১৩ ॥
গুরোঃ সংজ্ঞাং জ্ঞানোপায়ং পরীক্ষমাণোপি নাধিগতঃ অপ্রাপ্তঃ সন্ ॥ ১৪ ॥ আততায়িনঃ উদ্যতাস্ত্রাঃ ॥ ১৫ ॥
নির্ভিন্নান্যঙ্গানি উত্তমাঙ্গানি শিরাংসি উরবো বাহবশ্চ যেষাং ॥ ১৬ ॥
বো যুষ্মাকং কৃতং করণং মহদভদ্রং তদাহ ব্রহ্মিষ্ঠমিতি। নাভ্যনন্দত নাভিনন্দিতবন্তঃ ॥ ১৭ ॥
পরেভ্যঃ শত্রুভ্যোবঃ পরাভব ইতি যৎ। অয়ং তস্যানয়স্য অন্যায়স্য সম্বন্ধী ফলরূপ আসীৎ স্বয়মেব বৈরিণোহন্তারোযেষাং তেভ্যঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী
চিন্তয়তঃ চিন্তয়ন্তমঘবন্তমনাদৃত্য। অধিকয়া আত্মনো মায়য়া ॥ ১৩ ॥
সংজ্ঞাং জ্ঞানোপায়ং পরীক্ষন্ পরিতঃ ঈক্ষমাণোপি নাধিগতঃ অপ্রাপ্তঃ সন্ ॥ ১৪। ১৫। ১৬। ১৭ ॥
পরেভ্যঃ অন্যেভ্যঃ সকাশাৎ কেভ্যঃ ॥ ১৮ ॥

আচার্য্য এবং ব্রাহ্মণ, তাঁহার বুদ্ধি অতি গম্ভীর, গিয়া মস্তক দ্বারা চরণে প্রণত হই ॥ ১২ ॥

হে রাজন্! ইন্দ্র এই প্রকারে অনুতাপ করিতেছেন, বৃহস্পতি অবগত হইয়া অতি শীঘ্র তাঁহার গৃহ হইতে নির্গমন পূর্ব্বক অদৃশ্যা গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর অমরাধিপ অমরগণ সঙ্গে লইয়া অমরাচার্য্যের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সর্ব্ব প্রকার উপায় দ্বারা সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করিয়াও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না, অতএব দেবতাদের সহিত সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, কোন প্রকারে তাঁহার মনে স্বাস্থ্য বোধ হইল না ॥ ১৪ ॥

হে রাজন্! দেবরাজের এই প্রকার বিমর্ষের কথা শ্রবণ করিবামাত্র যাবন্ত অসুর আপনাদের গুরু শুক্রাচার্য্যের সম্মতি ক্রমে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দেবতাদের সহিত যুদ্ধোদ্যম করিল ॥ ১৫ ॥

তাহাদের তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণে দেবগণের মস্তক, বাহু এবং উরু সকল নির্ভিন্ন হইতে লাগিল, অতএব দেবতারা কাতর হইয়া দেবরাজের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং নত শিরা হইয়া শরণ প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভু অমর নিকরকে ঐ প্রকার কাতর হইয়া আসিতে দেখিয়া অতিশয় দয়ার্দ্র হইলেন এবং সকরুণ বচনে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন অহে দেবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ! দান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে যে সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা কর নাই ॥ ১৭ ॥

সেই অন্যায়াচরণের ফল এই পরাভব, নচেৎ তোমরা সমৃদ্ধি শালী, তোমাদের বৈরিবর্গ আপনারাই

মঘবন্ দ্বিষতঃ পশ্য প্রক্ষীণান্ গুর্ব্বতিক্রমাৎ। সম্প্রত্যুপচিতান্ ভূয়ঃ কাব্যমারাধ্য ভক্তিতঃ ॥ ১৯ ॥
আদদীরন্নিলয়নং মমাপি ভৃগুদেবতাঃ ॥ ২০ ॥
ত্রিপিষ্টপং কিং গণয়ন্ত্যভেদ্য মন্ত্রাভৃগূণামনুশিক্ষিতার্থাঃ।
ন বিপ্রগোবিন্দ গবীশ্বরাণাং ভবন্ত্যভদ্রাণি নরেশ্বরাণাং ॥ ২১ ॥
তদ্বিশ্বরূপং ভজতাশু বিপ্রং তপস্বিনং তাষ্ট্রমথাত্মবন্তং।
সভাজিতোর্থান্ স বিধাস্যতে বো যদি ক্ষমিষ্যধ্বমুতাস্য কর্ম্ম ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

গুরু তিরস্কার সৎকারাবেব অপচয়োপচয় কারণমিত্যসুরদৃষ্টান্তেনাহ মঘবন্নিতি। দ্বিষতঃ শত্রূন্ কাব্যং ভার্গবং গুরুমেবোপসেব্য উপচিতান্ ॥ ১৯ ॥

উপচিতত্বমেবাহ আদদীরন্ গৃহ্লীয়ুঃ ॥ ২০ ॥

অভেদ্যা মন্ত্রা যেষাং অনুশিক্ষিতার্থাঃ শিষ্যাঃ। যতঃ বিপ্রা গোবিন্দো গাবশ্চ ঈশ্বরা অনুগ্রাহকাঃ যেষাং তেষামেবাভদ্রাণি ন ভবন্তি অন্যেষাং তু ভবন্তি ॥ ২১ ॥

তত্তস্মাদর্থানন্তরমেব ভজত। অস্য কর্ম্ম অসুর পক্ষপাতং ॥ ২২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ত্রিপিষ্টপমিতি অত্র গোবিন্দেতি দৃষ্টান্তেনোপন্যস্তং ॥ ২১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

গুরুতিরস্কারসৎকারাবেব বিপৎ সংপদোঃ কারণমিত্যসুর দৃষ্টান্তেনৈবাহ। মঘবন্নিতি ॥ ১৯ ॥

অদ্যৈষাং তথাবলং দৃশ্যতে যথা মমাপি নিলয়নং সত্যালোকং আদদীরন্ তত্র হেতুঃ ভৃগুদেবতাঃ গুরুভক্তাঃ ॥ ২০ ॥

অত্র সাম দান দণ্ডা উপায়াঃ ন সম্ভবন্তো দৃশ্যতে। ভেদোপ্যশক্য ইত্যাহ ন ভেদ্যাঃ মন্ত্রোমন্ত্রণা যেষাং তে সর্ব্বত্র হেতুঃ। ভৃগূণাং শুক্রাচার্য্যাণাং অনুশিক্ষিতমেব অর্থঃ পুরুষার্থত্বেনোপাদেয়ো যেষাং তে নন্থ তর্হি কিং বয়ং মরিষ্যাম এবেতি তত্র সাশ্বাসমাহ। ন বিপ্রেতি বিপ্রা গোবিন্দো গাব ঈশ্বরা অনুগ্রাহকা যেষাং তেষাং ॥ ২১ ॥

তত্তস্মাৎ অয়মেব সংপ্রত্যুপায় ইত্যাহ। বিশ্বরূপং গুরুত্বেন ভজত। যদযস্য বিশ্বরূপস্য কর্ম্ম অসুরপক্ষপাতং ॥ ২২ ॥

আপনাদের বৈরী অর্থাৎ হন্তা হইয়া ক্ষীণ হইতেছিল, তাহারা কি তোমাদের উপর আবার এ প্রকার প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিতে পারিত? ॥ ১৮ ॥

অহে দেবরাজ! গুরুর তিরস্কার ও সৎকারই ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, তোমাদের বিদ্বেষী অসুরগণ আচার্য্যের অতিক্রম করিয়া একেবারে ক্ষীণ হইয়াছিল, এক্ষণে ভক্তি পূর্ব্বক আপনাদের আচার্য্যের আরাধনা করাতে পুনরায় কেমন বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৯ ॥

শুক্রাচার্য্যের প্রতি অতিশয় গুরুভক্তি করাতে এখন তাহাদের এমত প্রভাব যে আমারও বাসস্থান বলে হরণ করিয়া লইল ॥ ২০ ॥

হে দেবরাজ! শুক্র শিষ্য অসুরগণ এক্ষণে অভেদ্য মন্ত্র, না হইবে কেন? গো, ব্রাহ্মণ, এবং ভগবান্ গোবিন্দ ইহাঁরা যে সকল নরেশ্বরের প্রতি অনুগ্রাহক তাহাদের কখন অভদ্র হয় না, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদের পদে পদে অমঙ্গল ॥ ২১ ॥

সে যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা এক কর্ম্ম কর। ত্বষ্টৃ তনয় বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং তপস্বী, পূজিত হইলে অবশ্য তোমাদের অভীষ্ট অর্থ বিধান করিবেন, যদি তোমরা তাঁহার অসুর পক্ষপাত ক্ষমা কর ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

তএব মুদিতা রাজন্ ব্রহ্মণা বিগতজ্বরাঃ। ঋষিং ত্বাষ্ট্রমুপব্রজ্য পরিষ্বজ্যেদমব্রুবন্।

শ্রীদেবা ঊচুঃ ॥

বয়ং তে তিথয়ঃ প্রাপ্তা আশ্রমং ভদ্রমস্তু তে। কামঃ সম্পাদ্যতাং তাত পিতৃণাং সময়োচিতঃ।

পুত্রাণাং হি পরোধর্ম্মঃ পিতৃশুশ্রূষণং সতাং। অপি পুত্রবতাং ব্রহ্মন্ কিমুত ব্রহ্মচারিণাং ॥ ২৩ ॥

আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ। ভ্রাতা মরুৎপতে র্মূর্ত্তি র্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ ॥২৪

দয়ায়া ভগিনীমূর্ত্তির্ধর্ম্মস্যাত্মাঽতিথিঃ স্বয়ং। অগ্নেরভ্যাগতো মূর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতানি চাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মাৎ পিতৃণামার্ত্তানামার্ত্তিং পরপরাভবং। তপসাপনয়ংস্তাত সন্দেশং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুং। যথাঽঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা ॥ ২৭

শ্রীধরস্বামী।

উদিতা উক্তাঃ ॥ ২৩ ॥

অতিথীনাং পিতৃণাঞ্চ প্রশংসার্থমাহুঃ। আচার্য্যঃ উপনীয় বেদাধ্যাপকঃ ব্রহ্মণো বেদস্য মূর্ত্তিঃ ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মস্যাত্মা মূর্ত্তিঃ অতিথিঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ আত্মনঃ শ্রীবিষ্ণোঃ। যদ্বা আত্মনঃ স্বস্য। সর্ব্বভূতেষ্বাত্ম দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

পরেভ্যঃ পরাভব এবার্ত্তিস্তাং ॥ ২৬ ॥

সন্দেশমাহু র্বৃণীমহ ইতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

আচার্য্যো বেদাধ্যাপকঃ। ব্রহ্মণো বেদস্য। মরুৎপতেরিন্দ্রস্য অতিথিস্তু ধর্ম্মস্যাস্যৈব মূর্ত্তিরিতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। আত্মনঃ পরমেশ্বরস্য ॥ ২৪। ২৫ ॥

নন্বলং ধর্ম্মোপদেশ স্তুতিভ্যাং বিবক্ষিতং। ব্রূতেত্যত আহুঃ তস্মাদিতি ॥ ২৬ ॥

ত্বা ত্বাং গুরুং গুরুত্বেন বৃণীমহে। প্রয়োজনমাহু র্যথেতি ॥ ২৭ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ব্রহ্মা এই প্রকার উপদেশ করিলে অমরগণ ত্বষ্টৃতনয় দ্বিজবর বিশ্বরূপ ঋষি সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমরা অতিথি, তোমার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তোমার মঙ্গল হউক। হে তাত! পিতৃগণের সময়োচিত কামনা পূর্ণ কর। হে বৎস! সৎ পুত্রদিগের পিতৃ শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। যে সকল পুত্র পুত্রবান্, তাহাদেরও পিতৃসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে ব্রহ্মচারিদিগের কথা কি? ॥ ২৩ ॥

হে বৎস! উপনয়ন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করান্ যে আচার্য্য তিনি বেদের মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি, ভ্রাতা মরুৎপতি ইন্দ্রের মূর্ত্তি, মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর তনু ॥ ২৪ ॥

ভগিনী দয়ার মূর্ত্তি, অতিথি স্বয়ং ধর্ম্মের মূর্ত্তি, অভ্যাগত ব্যক্তি অগ্নির মূর্ত্তি এবং প্রাণিমাত্রই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণিতে আত্ম দৃষ্টি কর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

অতএব হে তাত! আমরা তোমার পিতৃগণ, বিপক্ষ পক্ষের উৎপাতে অতিশয় আর্ত্ত হইয়াছি, আমাদের বৈরি হইতে পরাভব রূপ আর্ত্তি তপস্যা দ্বারা নিবারণ করিয়া অস্মদাদির আদেশ পালন করিতে যোগ্য হও ॥ ২৬ ॥

হে পুত্র! তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অতএব গুরু, আমরা তোমাকে উপাধ্যায় রূপে বরণ করিতে বাসনা করি, কারণ, তোমার তেজঃ দ্বারা অনায়াসে বৈরিকুলকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৭ ॥

ন গর্হয়ন্তি হ্যর্থেষু যবিষ্ঠাঙ্ঘ্র্যভিবাদনং। ছন্দোভ্যোঽন্যত্র ন ব্রহ্মন্ বয়ো জ্যৈষ্ঠস্য কারণং।

শ্রীঋষিরুবাচ ॥

অভ্যর্থিতঃ সুরগণৈঃ পৌরহিত্যে মহাতপাঃ। স বিশ্বরূপস্তানাহ প্রসন্নঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ ॥

বিগর্হিতং ধর্ম্মশীলৈর্ব্রহ্মবর্চ্চ উপব্যয়ং ॥ ২৯ ॥

কথং নু মদ্বিধো নাথা লোকেশৈরভিযাচিতং। প্রত্যাখ্যাস্যতি তচ্ছিষ্যঃ সএব স্বার্থ উচ্যতে ॥ ৩০

শ্রীধরস্বামী।

ননূপাধ্যায়ত্বে কনিষ্ঠস্য মমাভিবন্দনং করিষ্যথ তচ্চ বিগর্হিতং তত্রাহুর্নেতি। অর্থেষু প্রয়োজন নিমিত্তং কনিষ্ঠাঙ্ঘ্র্যভিবাদনং ন নিন্দন্তি। কিঞ্চ ছন্দোভ্যঃ মন্ত্রেভ্যোঽন্যত্র বয়োজ্যৈষ্ঠস্য কারণং নতু মন্ত্রেষু। অতোঽস্মভ্যংমন্ত্র দাতৃত্বেন ত্বমেব জ্যেষ্ঠো ভবিষ্যসি। যদ্বা ছন্দোভ্যোঽন্যত্র বেদান্ বিহায়। বয়এব জ্যৈষ্ঠস্য কারণং ন ভবতি কিন্তু বেদাএব কারণং। তৎসাম্যেতু বয়ঃ মন্ত্রজ্ঞত্বাৎ বেদজ্ঞত্বাচ্চ ত্বমেব জ্যেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

নিন্দিতমপীদং যুষ্মদ্বাক্যা ভঙ্গভয়েন করিষ্যামীত্যাহ সার্দ্ধেন। বিগর্হিতং পৌরহিত্যং ধর্ম্মশীলৈঃ অধর্ম্মহেতুত্বাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চ উপব্যয়ং পূর্ব্বসিদ্ধস্য ব্রহ্মবর্চ্চসস্যচ ব্যয়করং ॥ ২৯ ॥

প্রত্যাখ্যাতুং চ মাদৃশোনার্হতীতি আহ কথং ন্বিতি। তেষাং শিষ্যঃ শিক্ষণার্হঃ। স এব প্রত্যাখ্যানাভাব এব শিষ্যস্য স্বার্থ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

নন্থ মাং গুরুং কুরুথেতি চেৎ ভ্রাতুষ্পুত্রত্বেন কনিষ্ঠস্য কথং মমাভিবাদনং করিষ্যথেতি তত্রাহুঃ নেতি ছন্দোভ্যোঽন্যত্র অন্যেষু ব্যাবহারিক কৃত্যেষু যবিষ্ঠাঙ্ঘ্র্যভিবাদনং ন গর্হয়ন্তি ন অপিতু গর্হয়ন্ত্যেব। যতোবয়এব জ্যেষ্ঠত্বস্য কনিষ্ঠত্বস্য চ কারণং অধিক বয়স্ত্বে জ্যেষ্ঠঃ। অল্পবয়স্ত্বে কনিষ্ঠ ইতি। ছন্দস্সু বৈদিককৃত্যেষু নতু তত্র ছন্দোজ্ঞত্বমেব জ্যেষ্ঠত্বস্য কারণমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তব বেদজ্ঞত্বাধিক্যাৎ ত্বমেবাস্মাকং পৌরোহিত্যং কুর্ব্বন্ মন্ত্রপ্রদোগুরুর্ভবেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মশীলৈর্মুনিভিঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হিতং। যতো ব্রহ্মবর্চ্চসঃ ব্রহ্মতেজস উপব্যয়োঽধিকব্যয়ো যতস্তৎ ॥ ২৯ ॥

কিঞ্চ তদপি সংপ্রতি মম তৎ কর্ত্তব্যমেবাভূদিত্যাহ কথমিতি হে নাথাঃ লোকেশৈর্যুষ্মাভিঃ তচ্ছিষ্যঃ তেষাং যুষ্মাকং শিষ্যঃ। তস্মাৎ সএব প্রত্যাখ্যানাভাব এব শিষ্যস্য স্বার্থঃ ॥ ৩০ ॥

বৎস! তুমি আমাদের কনিষ্ঠ, তোমাকে উপাধ্যায়ত্ব রূপে বরণ করিয়া অভিবাদন করিলে লোক মধ্যে নিন্দা হইবে এমত আশঙ্কা করিও না, যে হেতু লোকে প্রয়োজন নিমিত্ত কনিষ্ঠের পাদবন্দনকে নিন্দা করে না। অপর মন্ত্র ভিন্ন স্থলেই বয়স জ্যেষ্ঠতার কারণ অতএব মন্ত্রদান করিলে তুমিই আমাদের জ্যেষ্ঠ হইবে। ঋষিবর শুকদেব কহিলেন মহাতপাঃ বিশ্বরূপ এই প্রকারে দেবতাদের কর্ত্তৃক পৌরহিত্যে প্রার্থিত হওয়াতে প্রসন্ন হইয়া মনোজ্ঞ বচনে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বরূপ কহিলেন হে দেবগণ! যদিও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরা অধর্ম্মের হেতু বলিয়া পৌরহিত্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন এবং ঐ কর্ম্ম পূর্ব্বসিদ্ধ ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারি তথাপি আপনাদিগের প্রার্থনা ভঙ্গ ভয়ে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

হে নাথগণ! আপনারা লোকদিগের ঈশ্বর আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয় মাদৃশ ব্যক্তি কি রূপে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইবে? আমি আপনাদিগের শিষ্য অর্থাৎ শিক্ষণার্হ শিক্ষাদাতাদিগকে প্রত্যাখ্যান না করাই শিষ্যের স্বার্থ ॥ ৩০ ॥

অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং তেনেহ নির্ব্বর্ত্তিত সাধু সৎক্রিয়ঃ।
কথং বিগর্হ্যং নু করোম্যধীশ্বরাঃ পৌরোধসং হৃষ্যতি যেন দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩১ ॥
তথাপি ন প্রতিক্রিয়াং গুরুভিঃ প্রার্থিতং কিয়ৎ। ভবতাং প্রার্থিতং সর্ব্বং প্রাণৈরর্থৈশ্চ সাধয়ে ॥ ৩২
শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥
তেভ্য এবং প্রতিশ্রুত্য বিশ্বরূপো মহাতপাঃ। পৌরহিত্যং বৃতশ্চক্রে পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩৩
সুরদ্বিষাং শ্রিয়ং গুপ্তামৌষনস্যাপি বিদ্যয়া। আচ্ছিদ্যাহদান্মহেন্দ্রায় বৈষ্ণব্যা বিদ্যয়া বিভুঃ ॥ ৩৪ ॥
যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষো জিগ্যেহসুরচমূর্ব্বিভুঃ। তাং প্রাহ স মহেন্দ্রায় বিশ্বরূপ উদারধীঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নন্বু পৌরহিত্যেন ধন সম্ভাবাৎ ধর্ম্মঃ সিদ্ধ্যেৎ। অন্যথা নির্দ্ধনস্য কুতোধর্ম্মঃ। অতএব তেন লোকে হৃষ্যতি তত্রাহ। অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং ক্ষেত্রে স্বাম্যুপেক্ষিত কণিশোপাদানং শিলং হট্টাদৌ পতিত ব্রীহ্যাদেরুপাদানমুঞ্ছনং ইহ গৃহাশ্রমে তেনৈব নির্ব্বর্ত্তিতা সাধূনাং সংক্রিয়া যেন ॥ ৩১ ॥
কিয়দেতৎ প্রার্থিতমল্পমেব অধিকমপি করিষ্যামীত্যাহ ভবতামিতি ॥ ৩২ ॥
সমাধিনা পরমোদ্যমেন ॥ ৩৩ ॥
বৈষ্ণব্যা শ্রীনারায়ণ কবচাত্মিকয়া ॥ ৩৪ ॥
অসুরচমূঃ দৈত্যসেনাঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

নন্বু পৌরোহিত্যেন ধন লাভাদ্ধর্ম্মঃ সিদ্ধ্যেৎ। অন্যথা নির্ধনস্য কুতো ধর্ম্ম স্তত্রাহ অকিঞ্চনানাং শিলোঞ্ছনমেব ধনং। ক্ষেত্রে স্বাম্যুপেক্ষিত কণিশোপাদানং শীলং। হট্টাদৌ পতিত ব্রীহ্যাদেরুপাদানং মুঞ্ছনং যেন পৌরোধসেন দুর্ম্মতিঃ পুমানেব হৃষ্যতি নতু সুমতিঃ। যদ্বা। দুষ্টা মতিরেব স্বানুকুল্যাৎ হৃষ্যতি ॥ ৩১ ॥
ন প্রতিক্রিয়াং ন প্রত্যাখ্যাস্যে কিয়দেতৎ প্রার্থিতমত্যল্পমেব অভ্যধিকমপি করিষ্যামীত্যাহ ভবতামিতি ॥ ৩২ ॥
সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ ॥ ৩৩। ৩৪ ॥ তাং বৈষ্ণবীং বিদ্যাং ॥ ৩৫ ॥

হে অধীশ্বরগণ! যে সকল ব্যক্তি, অকিঞ্চন, যাহাদিগের শীল অর্থাৎ ক্ষেত্রে স্বামির উপেক্ষিত শস্য কণা গ্রহণ ও উঞ্ছ অর্থাৎ হট্টাদিতে পতিত ধান্যাদি গ্রহণই ধন, আমি তাহাদিগের বৃত্তি দ্বারাই গৃহাশ্রমে সাধুদিগের কর্ত্তব্য সৎক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। দুর্ম্মতি লোকে যে পৌরহিত্য প্রাপ্ত হইলে হর্ষান্বিত হয় আমার পক্ষে তাহা অতি ঘৃণিত। অতএব যদিও পৌরহিত্য কর্ম্ম আমার অকর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥

তথাপি আপনারা আমার গুরু, আপনাদের এই প্রার্থনা অত্যল্প মাত্র, অধিক হইলেও সম্পন্ন করিতে পারি অতএব অস্বীকার করা আমার উচিত হয় না, আপনাদিগের প্রার্থিত সকল বিষয় আমি প্রাণদ্বারা ও ধনদ্বারাও সাধন করিব ॥ ৩২ ॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! মহাতপাঃ বিশ্বরূপ দেবগণ সমীপে এই রূপ প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তৃক বৃত হওত পরম উদ্যম পূর্ব্বক পৌরহিত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

দৈত্যগুরু শুক্রের বিদ্যা দ্বারা যদিও দেবদ্বেষি অসুরগণের শ্রী পরিরক্ষিতা হইতেছিল তথাচ ঐ বিশ্বরূপ নারায়ণ কবচ স্বরূপ বৈষ্ণবী বিদ্যা বলে তাহাদিগের নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া তাহা মহেন্দ্রকে অর্পণ করিলেন হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র যে বিদ্যা দ্বারা অসুরসেনা জয় করেন, বিশ্বরূপ সেই বিদ্যা তাঁহাকে প্রদান করেন ॥ ৩৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বিশ্বরূপোপাখ্যানে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

শ্রীরাজোবাচ ॥

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সবাহান্ রিপুসৈনিকান্। ক্রীড়ন্নিব বিনির্জিত্য ত্রিলোক্যা বুভুজে শ্রিয়ং।
ভগবংস্তন্মমাখ্যাহি বর্ম্ম নারায়ণাত্মকং। যথাততায়িনঃ শত্রূন্ যেন গুপ্তোজয়ন্মৃধে।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

বৃতঃ পুরোহিত স্ত্বাষ্ট্রো মহেন্দ্রায়ানুপৃচ্ছতে। নারায়ণাখ্যং বর্ম্মাহ তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ১ ॥

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ ॥

ধৌতাঙ্ঘ্রি পাণিরাচম্য সপবিত্র উদঙ্মুখঃ। কৃতস্বাঙ্গ করন্যাসো মন্ত্রাভ্যাং বাগ্যতঃ শুচিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠে সপ্তমঃ ॥ * ॥

অষ্টমে বিশ্বরূপস্তু বর্ম্মনারায়ণাত্মকং। ইন্দ্রায় প্রাহ যেনেন্দ্রো গুপ্তো দৈত্যানথাজয়ৎ ॥ ০ ॥

ত্রিলোক্যাঃ সম্বন্ধিনীং শ্রিয়ং ॥ ১ ॥

মন্ত্রাভ্যাং অষ্টাক্ষর দ্বাদশাক্ষরাভ্যাং কৃতঃ স্বাঙ্গেষু করয়োশ্চ ন্যাসো যেন সঃ ॥ ২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

যয়েতি যুগ্মকং। যয়া বর্ম্মরূপয়া বিদ্যয়া যথা অজয়ৎ তং প্রকারঞ্চাখ্যাহি ॥১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। ষষ্ঠস্য সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

নারায়ণাত্মকং বর্ম্ম বিশ্বরূপ উপাদিশৎ। শত্রূং যেনাজয়দ্দৈত্যান্ স ইত্যষ্টম উচ্যতে ॥ ১। ২। ৩ ॥

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠে সপ্তম ॥ * ॥

অষ্টম অধ্যায়ে বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের প্রতি নারায়ণ কবচ উপদেশ এবং তদ্দ্বারাই অমররাজের দানব জয় ॥ ০ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! আপনি কহিলেন ইন্দ্র নারায়ণ কবচ দ্বারা রক্ষিত হইয়া বাহন সহিত রিপুসেনা সমূহকে অবলীলাক্রমে জয় করত ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। প্রভো! ঐ কবচ কি প্রকার? দেবরাজ তদ্দ্বারা রক্ষিত হইয়া কি রূপে যুদ্ধে উদ্যতাস্ত্র শত্রুগণকে জয় করিয়াছিলেন? বলিতে আজ্ঞা হউক। শুকদেব কহিলেন রাজন্! বিশ্বরূপকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া দেবরাজ নারায়ণকবচ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে মহাতপাঃ বিশ্বরূপ তাঁহাকে নারায়ণ কবচ উপদেশ দেন, ঐ বর্ম্ম যে প্রকার ও বিশ্বরূপ যে রূপে উপদেশ করেন বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ইন্দ্রের জিজ্ঞাসা ক্রমে বিশ্বরূপ কহিলেন, অহে অমররাজ! হস্তপাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া পবিত্র হস্তে উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন করিবে, পরে অষ্টাক্ষর অথবা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া শুচি ও বাগ্যত হইবে ॥ ২ ॥